কাবেরী তীরে

—নজরুল ইস্‌লাম

কর্ণাটের গঙ্গা পূত কাবেরীর নীরে
প্রভাতে সিনানে আসে শ্যামা বেণী-বর্ণা
কর্ণাট কুমারী এক, নাম মেঘমালা।
সিনানের আগে নিতি কাহার উদ্দেশে
চামেলি চম্পক ফুল তরঙ্গে ভাসায়।
ভিন্ দেশী বুঝি এক বণিক কুমার
হেরিয়া সে এনাক্ষীরে তরণী ভিড়ায়ে
রহে সেই ঘাটে বসি—যেতে নাহি চায়।
স্নান স্নিগ্ধা শ্যামলীর স্নিগ্ধ তর রূপে
ডুবে যায় আঁখি তার, কণ্ঠে ফোটে গান—

(শুদ্ধ সামন্ত—তেতালা)

কাবেরী নদী জলে কে গো বালিকা।
আনমনে ভাসাও চম্পা শেফালিকা॥
প্রভাতে সিনানে আসি আলসে
কঙ্কন-তাল হানো কলসে,
খেলে সমীরণ লয়ে কবরীর মালিকা।
দিগন্তে অনুরাগে নবারুণ জাগে
তব জল চল চল করুণা মাগে।
ঝিলম্ রেবা নদী তীরে
মেঘদূত বুঝি খুঁজে ফিরে
তোমারেই তন্বী শ্যামা কর্ণাটিকা॥

দ্বিধা-হীনা মেঘমালা জানিতনা লাজ
কুণ্ঠাহীন মুখে তার ছিল না গুণ্ঠন।
গান শুনি কুমারের কাছে আসি' কহে—
কারে খোঁজে মেঘদূত? হে বিদেশী কহ
কহিতে কহিতে চাহি' কুমারের চোখে
কী যেন হেরিয়া মুখে বেধে যায় কথা।
সেদিন প্রথম যেন আপনারে হেরি
আপনি সে উঠিল চমকি! দেহে তার
লজ্জা আসি টেনে দিল অরুণ আঙিয়া!
ভরা-ঘট ল'য়ে ঘরে ফিরে! নিশি রাতে
সুরের সুতায় গাঁথে কথার মুকুল।

(নাগ স্বরাবলী—তেতালা)

এস চির-জনমের সাথী।
তোমারে খুঁজেছি দূর আকাশে
জ্বালায়ে চাঁদের বাতি॥
খুজেছি প্রভাতে গোধূলি লগনে,
মেঘ হ'য়ে আমি খুঁজেছি গগনে,
ঢেকেছে ধরণী আমার কাঁদনে
আসীম তিমির রাতি॥
ফুল হ'য়ে আছে লতায় জড়ায়ে
মোর অশ্রুর স্মৃতি
বেণু বনে বাজে বাদল নিশীথে
আমারি করুণ গীতি।
শতজনমের মুকুল ঝরায়ে
ধরা দিতে এলে আজি মধু বায়ে
বসে আছি আশা বকুলের ছায়ে
বরণের মালা গাঁথি॥

গান গাহি চমকিয়া ওঠে মেঘ-মালা।
আপনারে ধিক্কারে সে মরিয়া মরমে—
যদি কেহ শুনে থাকে তাহার এ গান,
কি ভাবিবে, যদি শোনে বিদেশী বণিক!
সেদিন কাবেরী তীরে এলো মেঘমালা
বেলা করি। গাঁয়ের বধূরা একে একে

সিনান সারিয়া ফিরে গেছে গৃহ-কাজে।
বণিক-কুমার খোঁজে কী যেন মাণিক।
নীল সাড়ী পরি' তন্বী মেঘ-মালা আসে
শ্লথ গতি মদালসা বিলম্বিতা বেণী।
বণিক-কুমার চাহি' ওপারের পানে,
গাহে গান—না দেখার ভান করি যেন।

(নীলাম্বরী—তেতালা)

নীলাম্বরী সাড়ি পরি' নীল যমুনায়
কে যায় কে যায় কে যায়।
যেন জলে চলে থল-কমলিনী
ভ্রমর নূপুর হ'য়ে বোলে পায় পায়॥

কলসে কঙ্কনে রিনি ঠিনি ঝনকে
চমকায় উন্মন চম্পা-বন কে,
দলিত অঞ্জন নয়নে ঝলকে
পলকে খঞ্জন হরিণী লুকায়॥

অঙ্গের ছন্দে পালশ মাধবী
অশোক ফোটে
নূপুর শুনি বন-তুলসীর মঞ্জরী
উলসিয়া ওঠে।

মেঘ-বিজড়িত রাঙা গোধূলি
নামিয়া এল বুঝি পথ ভুলি।
তাহার অঙ্গ-তরঙ্গ-বিভঙ্গে
কূলে কূলে নদী-জল উথলায়॥

মেঘ-মালা কুমারের আঁখি ফিরাইতে
কত রূপে শব্দ করে কলসে কঙ্কনে।
সাঁতারিয়া কাবেরীর শান্ত বক্ষ মাঝে
অশান্ত তরঙ্গ তোলে। বণিক কুমার
হাসি' তীরে আসি কহে, "অঞ্চলের ফুল
অকারণে নদী জলে ভাসাও বালিকা।
ও ফুল আমারে দাও দেবতা তোমার
প্রসন্ন হবেন, পাবে মনোমত বর।"
মেঘমালা আঁচলের ফুলগুলি লয়ে
নদীজলে ভাসাইয়া—ঘটে জল ভরি'
চলে' এলো ঘরপানে, চাহিল না ফিরে—
দেখিল না কার দুটি আঁখি আঁখি-নীরে
ভরে গেছে কূলে কূলে। ঘরে ফিরে আসি'
মেঘমালা আপনার মনে মনে কাঁদে—

(নারায়ণী—আদ্ধা কাওয়ালী)

রহি' রহি' কেন সেই মুখ পড়ে মনে।
ফিরায়ে দিয়াছি যারে অনাদরে অকারণে॥

উদাস চৈতালী দুপুরে
মন উড়ে যেতে চায় সুদূরে
যে বন-পথে সে ভিখারী বেশে
করুণা জাগিয়েছিলো সকরুণ নয়নে॥

তার বুকে ছিলো তৃষ্ণা
মোর ঘটে ছিলো বারি।
পিয়াসী ফটিকজল জল পাইল না গো
চলিয়া পড়িল হায় জলদ নেহারি।
তার অঞ্জলির ফুল পথ-ধূলিতে
ছড়ায়েছি সেই ব্যথা নারি ভুলিতে
অন্তরালে যারে রাখিনু চিরদিন
অন্তর জুড়িয়া কেন কাঁদে সে গোপনে॥

জলে আর যায়নাকো কর্ণাট কুমারী।
চ'লে গেলো তরী বাহি বিদেশী কুমার
তরণী ভরিয়া তার নয়নের নীরে।
সেদিন নিশীথে ঝড় বাদলের খেলা—
মেঘমালা চেয়ে আছে বাতায়ন খুলি।
কাবেরী নদীর পানে। ঘন অন্ধকারে

বিজলি-প্রদীপ জ্বালি কোন্ বিরহিনী
খুঁজে যেন তারি মত দয়িতে তাহার।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কবে পড়ে যে ঘুমায়ে
ঘুমায়ে স্বপন দেখে গাহিছে বিদেশী—

নিশি-রাতে রিম্-ঝিম্ ঝিম্ বাদল নূপুর
বাজিল ঘুমের মাঝে সজল মধুর ॥
দেয়া গরজে বিজলি চমকে
জাগাইল ঘুমন্ত প্রিয়তমকে
আধো ঘুম-ঘোরে চিনিতে নারি ওড়ে
'কে এল কে এল' বলে ডাকিছে ময়ূর ॥
দ্বার খুলি পড়শী কুঞ্জা মেয়ে আছে চেয়ে
মেঘের পানে আছে চেয়ে
কারে দেখি আমি কারে দেখি
মেঘলা আকাশ, না ঐ মেঘলা মেয়ে।
ধায় নদী-জল মহাসাগর পানে
বাহিরে ঝড় কেন আমায় টানে
জমাট হ'য়ে আছে বুকের কাছে
নিশির আকাশ যেন মেঘ-ভারাতুর ॥

মেঘ-মালা চমকিয়া জাগি' ছু'টে যায়
পাগলিনী প্রায় নদী-তীরে। ডাকি' ফেরে
ঝড় বাদলের সাথে কণ্ঠ মিশাইয়া—
"কুমার! কুমার! কোথা প্রিয়তম মোর।
লয়ে যাও মোরে তব সোনার তরীতে।"
হারাইয়া গেল তার ক্ষীণ কণ্ঠ স্বর—
অনন্ত যুগের বিরহিনীর কাঁদন
যে পথে হারায়ে যায়। আজো মোরা শুনি'
কাবেরীর জল- ছলছল অশ্রু-মাখা
কর্ণাটিকা রাগিনীতে তাহারি বেদনা।

(মনোরঞ্জনী- তেতালা ঢিমা)

(ওগো) বৈশাখী ঝড়! লয়ে যাও অবেলায়
ঝরা এ মুকুল
লয়ে যাও আমার জীবন এই পায়ে-দলা ফুল ॥
ওগো নদী-জল! লহ আমারে
বিরহের সেই মহা পাথারে
চাঁদের পানে চাহি' যে পারাবার,
অনন্তকাল কাঁদে বেদনা-ব্যাকুল
(ওরে) মেঘ! মোরে সেই দেশে রেখে আয়
যে দেশে যায়না শ্যাম মথুরায়,
ভরেনা বিষাদ-বিষে এ জীবন,
যে দেশের ক্ষণিকের ভুল ॥

শেষ

—

কলডিনা
টুথপেষ্ট
ভারতের শ্রেষ্ঠ দন্তমঞ্জন
শ্রীনাথ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ
কালকাতা।
B NAN